বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

৯ আগস্ট ২০০৬

বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্জনকে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রতিবছর এ আর্ন্তজাতিক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে ৩৭ কোটি আদিবাসী জনগণ বসবাস করছে। তবে তারা যেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে সেগুলোকে স্বীকার করার সময় এটাই। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কবলমুক্ত করতে, ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন থেকে রক্ষা করতে এবং নানাবিধ বৈষম্য – যার ফলে তারা বহু বঞ্চনার শিকার হয়, যেমন অনেক আদিবাসী মেয়ে স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ে– তাদের জন্য আমাদের অনেক কিছু করার বাকি রয়ে গেছে।

আদিবাসীদের বিষয় সংক্রান্ত জাতিসংঘ স্থায়ী ফোরাম গঠনের মাধ্যমে এখন আদিবাসীরা জাতিসংঘে তাদের আনুষ্ঠানিক গৃহ লাভ করেছে। ফোরামের পদ্ধতিতে জোর দিয়ে বলা হয় আর্ন্তজাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আদিবাসী জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যোগ, অভিজ্ঞতা ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ বছরের আদিবাসী দিবসে নবগঠিত মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে আদিবাসী জনগণের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার খসড়া গৃহীত হওয়ায় আমরা একে অভিনন্দন জানাই। বিশ্বের আদিবাসী জনগণের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় এ ঘোষণা এক গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক দলিল যা বহু বছরের জটিল ও সময়সাপেক্ষ আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ সাধারণ পরিষদের বৈঠকের পুর্বেই এ ঘোষণা গৃহীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদি তা হয় তবে এটি হবে এক বিরাট অর্জন। এটি আদিবাসী জনগণ ও তাদের সহযোগীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস ও বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক দশকে আমি রাষ্ট্র, আদিবাসী জনগণ, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন, আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান সকলের প্রতি আহবান জানাব আদিবাসী দশকের মুল প্রতিপাদ্যের প্রকৃত অর্থের প্রতি পুনরায় মনোযোগী হতে এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও কর্মসম্পাদনে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে।

** ** **